



আমাদের দেশে গ্লোবাল ব্র্যান্ড তৈরি হয় নাকি?

লেখক: তাসকনি মোস্তফা চৌধুরী | প্রকাশিত: 15 October 2026, 11:18 AM | বিভাগ: ব্র্যান্ডিং



আমাদের দেশে গ্লোবাল ব্র্যান্ড তৈরি হয় নাকি বা কবে আমরা করতে পারি এ প্রশ্নে গত তিনটি সংখ্যায় কিছুটা আলোকপাত করেছি। এ প্রশ্নে আজকে আরও কয়েকটি দিক তুলে ধরতে চাই। আমাদের প্রথমই মনে রাখতে হবে লোকাল মার্কেটে এবং গ্লোবাল মার্কেটে এক বিষয় নয়। লোকাল মার্কেটের কাস্টমার, মার্কেটে সাইজ, মার্কেটে ডমিন্যান্ড, মার্কেটের কম্পিটিশন সবই ভিন্ন। আমরা যদিকোনো ফুড আইটেমে নিয়ে চিন্তা করছি তাহলে দেখা যাবে লোকাল মার্কেটের টেস্ট এবং গ্লোবাল মার্কেটের টেস্ট এক নয়। আমরা যখন গ্লোবাল ব্র্যান্ড নিয়ে চিন্তা করব তখন আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে গ্লোবাল মার্কেটের টেস্ট কমন। আমরা যদি লোকাল মার্কেটের অবকিল পণ্য নিয়ে গ্লোবাল মার্কেটে প্রতিযোগিতা করার স্বপ্ন দেখছি তাহলে সেটা কখনো বাস্তবায়নযোগ্য হবে না।

প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের খাদ্যের একটি নিজস্ব রসেপি রয়েছে। আমরা যদি সেই রসেপি অনুসরণ করতে না পারি তাহলে আমার পক্ষে ওই অঞ্চলের মানুষের কাছে খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করা সম্ভব হবে না। বিষয়টি যদি উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করি তাহলে এভাবে বলা যায় ঢাকার মানুষ রান্নার মধ্যে যে পরিমাণ মসলা এবং যে ধরনের মসলা ব্যবহার করেন চট্টগ্রাম অঞ্চলে এর ভিন্নতা রয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের কালাভুনা ওই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ খাবার। ওই খাবারই হয়তো বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে

সমাদৃত নাও হতে পারে। আমার অঞ্চলের কোনও একটি পণ্য আরকেটি অঞ্চলের ক্রতারা স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করবে এমনটাই মনে করার কোনও সুযোগ নেই।

আমি আগে উল্লেখ করেছি আমাদের দেশে কোম্পানিগুলো বদেশে পণ্য পাঠানোর সময় বিবেচনা করে ওই দেশে আমার দেশে তথা বাংলাদেশে কত লোক বসবাস করছে। কারণ কোম্পানিগুলো খুব ভালোভাবেই জানে প্রবাসী বাংলাদেশের দশে থাকতে দশকে যতটুকু ভালোবাসে বদেশে যাওয়ার পর দেশে প্রতি ভালোবাসা এবং মনে রাখা দুটোই অনেকে ভেঙে যায়। এ কারণে প্রবাসীরা যখন দেশে কোনও পণ্য পায়, দেশে মানুষকে কাছে পায় তখন তাদের মধ্যে অনেকে বেশি উচ্ছাস দেখা যায়। এই উচ্ছাসের কারণে আমাদের প্রবাসীরা এদেশে পণ্যগুলো বছে নেয়। কিন্তু আমরা যদি গ্লোবাল ব্র্যান্ড হিসেবে বিশ্বের নানা প্রান্তে আমাদের কোনও পণ্য ছড়িয়ে দিতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই ফুড টেস্ট গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে। আমরা মুখে বলব কিন্তু বাস্তবে তার প্রত্যাশা ঘটবে না তাহলে গ্লোবাল ব্র্যান্ড তৈরি করা সম্ভব নয়। ফুড আইটেমের ক্ষেত্রে “প্রমজি অব দ্য টেস্ট” ধারণাটিকে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। আমাদের এই প্রমজি এর প্রত্যাশা চাওয়া দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

আমরা যদি আমাদের দেশে ফ্যাশন হাউজগুলোর কথা বিবেচনা করি তাহলে সেখানেও দেখা যাবে গ্লোবাল ব্র্যান্ডগুলোর সাথে আমাদের বিস্তারিত পার্থক্য। দুবাই শপিংমলগুলোতে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের প্রতিটি শিরুম আমাদের দেশে ব্র্যান্ডগুলোর শিরুম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভিন্নতা মার্কেটের কাছে বুঝতে হবে। শিরুমের সাইজ, প্রোডাক্ট ডিসপ্লে ধরন, প্রযুক্তির ব্যবহার, সেলসম্যানদের যোগ্যতা, ইন্টারিয়ার ডেকোরেশন সবই গ্লোবাল বিষয়টিকে বিবেচনা করে করা হয়েছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের যে শিরুমগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে দুবাইয়ের শিরুমগুলোর কোনও মিল নেই। আমাদের দেশে পণ্যগুলোর প্র্যাক্টিসি অনেকে পরিবর্তন এসছে। প্র্যাক্টিসি উন্নত হয়েছে। কিন্তু গ্লোবাল ব্র্যান্ড হওয়ার মতো সঠিক হয়েছে কিনা তাও আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। গ্লোবাল ব্র্যান্ড হতে হলে কমপ্ল্যানেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এক্ষেত্রেও আমাদের অনেকে কাজ করার অবকাশ রয়েছে। গ্লোবাল ব্র্যান্ড হতে হলে “আর অ্যান্ড ডি” এর ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের কোম্পানিগুলো বিশেষ অন্যান্য গ্লোবাল ব্র্যান্ডের তুলনায় তালানতি অবস্থান করছে।

ব্র্যান্ডের একটি বা দুটি জায়গায় কাজ করলে গ্লোবাল ব্র্যান্ড হয় না। গ্লোবাল ব্র্যান্ড হতে হলে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করতে হবে। আংশিক চিন্তা করে বা আংশিক কাজ করে কখনও গ্লোবাল ব্র্যান্ড হওয়া যায় না। গ্লোবাল ব্র্যান্ডের জন্য গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড কমউনিকেশন লাগবে। প্রশ্ন হলো এ ধরনের কমউনিকেশন করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী আমাদের কতজন আছে। আমাদের গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড সফিও লাগবে। সফিও-ই বা কতজন আছে। গ্লোবাল ব্র্যান্ড হতে হলে মানবসম্পদ

বভাগকে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড হতে হব, অন্যথায় এই বভাগ গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড কর্মী নয়িগ করতে পারবনো। আমাদরে সলেস, মার্কটেং, ব্র্যান্ডিং, সাপ্লাই চইন প্রতটি জায়গায় গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড কর্মী নয়িগ করতে হব। কনিতু আমরা যখন চারপাশে তাকয়ি দেখে তখন দেখা যায় এগুলোর তীব্র অভাব। তাহলে আমাদরে দেশে গ্লোবাল ব্র্যান্ড ককিরে হব। বশিএর য়ে সকল কোম্পানরি গ্লোবাল ব্র্যান্ড রয়ছে ওই সকল কোম্পানরি কাজরে সাথে আমাদরে লোকাল কোম্পানরি কাজে কোনো মলি নই। এত অমলি নয়ি আমাদরে দেশে গ্লোবাল ব্র্যান্ড কভাবে তরই হব। সর্বোপরি আমাদরে দেশে শকিব্যবস্থা আন্তর্জাতকি মানরে নয়। এই শকিব্যবস্থা দয়ি গ্লোবাল মার্কটে প্রতয়িগতি করে টকি থাকা আদৌ সম্ভব কনি সটোও ববিচেনার দাবী রাখে।